লিপি
শিলিগুড়ি, শনিবার, ৩১ মার্চ, ২০১৮
Siliguri• Saturday • March 31, 2018
Arthik Lipi, Page 3

অমিত শাহর নির্দেশে আসানসোলে যাবে বিজেপির প্রতিনিধি দল

কেন্দ্রীয় বাহিনীই মানুষের আস্থা ফেরাতে পারে: বাবুল

স্টাফ রিপোর্টার: রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে রানিগঞ্জ তথা আসানসোলে যে ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করেন অমিত শাহ। ঘটনার রিপোর্ট চান বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। সেই কারণে আসানসোল পরিদর্শনের শুক্রবার একটি দলও গড়ে দেন অমিত শাহ। চার সদস্য বিশিষ্ট দলে থাকছেন ওম মাথুর, শাহনাওয়াজ হোসেন, রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ও বি ডি রাম।

ফাইল চিত্র

প্রসঙ্গত, রাজ্য জুড়ে ব্যাপকভাবে রামনবমী পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় বিজেপি। সেই মতো রবিবার কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রামনবমীকে সামনে রেখে বিজেপি নানা কর্মসূচি নেয় । বের হয় মিছিল। কোথাও কোথাও আবার অস্ত্র সহ মিছিলও বের হয়। সোমবারও কোথাও কোথাও আবার কর্মসূচি নেওয়া হয়। আসানসোলের রানিগঞ্জে এই রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করেই ব্যাপক গোলমাল বাধে। একটি মিছিল স্পর্শকাতর এলাকায় ঢুকে পড়লে বাধার মুখে পড়ে। শুরু হয় সংঘর্ষ। চলে বোমাবাজি। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আক্রমণের মুখে পড়ে পুলিশ। তার পরিপ্রেক্ষিতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শনের জন্য বিশেষ দল গড়ে দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর অমিত শাহর কাছে রিপোর্ট তুলে দেবে এই প্রতিনিধি দল। ইতিমধ্যেই আসানসোলে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। পুলিশ কর্তাদের এলাকায় পাঠিয়ে পরিবেশ শান্ত করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। যদিও রাজ্যের এই উদ্যোগ যথেষ্ট নয় বলে মনে করছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় বাহিনী আনা হলে তবেই পরিবেশ স্বাভাবিক হতে পারে বলে মত তাদের। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা আসানসোলের বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়র বক্তব্য, 'শান্তি ফেরাতে ব্যর্থ রাজ্য সরকার। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য পুলিশ ব্যর্থ। তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী ডাকা উচিত। কেন্দ্রীয় বাহিনীই মানুষের আস্থা ফেরাতে পারে।'

রানিগঞ্জের ঘটনার পর থেকেই বিজেপির তরফে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলা হয়। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় অভিযোগ তুলে আসছেন, পুলিশ দেরিতে সক্রিয় হওয়ার জন্যই রানিগঞ্জ রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। ঘটনা নিয়ে রাজ্য গড়িমসি করেছে বলে অভিযোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হংসরাজ গঙ্গারাম আহিরের। এদিন সংবাদমাধ্যমে আসানসোলের ঘটনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আইন-শৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়। মানুষের নিরাপত্তা দেওয়া রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নিরপেক্ষ হওয়া উচিত ছিল।'

বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ তৃণমূল মহাসচিবের

যত লম্ফঝম্ফ করবে মানুষ তত বিরক্ত হবে: পার্থ

স্টাফ রিপোর্টার : আসানসোলে বিজেপির প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্তকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মন্তব্য, 'বিজেপি যত লম্ফঝম্ফ করবে ততই বাংলার মানুষ বিরক্ত হবে।' আসানসোলের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে চার সদস্যের প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে বিজেপি। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ নিজেই এই দল গড়ে দিয়েছেন। সেই নিয়ে শুক্রবার তৃণমূলের মহাসচিব বলেন, 'অনেকেই তো এল গেল। প্রথমে মোদীজি এলেন। তারপর অমিতজি এলেন। আবার কৈলাস বিজয়বর্গীয়কেও আসতে দেখা গেল। কত আট আনা, চার আনা নেতাদের আসতে দেখা গিয়েছে।'

প্রসঙ্গত, রাজ্য জুড়ে ব্যাপকভাবে রামনবমী পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় বিজেপি। সেই মতো রবিবার কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রামনবমীকে সামনে রেখে বিজেপি নানা কর্মসূচি নেয় । বের হয় মিছিল। কোথাও কোথাও আবার অস্ত্র সহ মিছিলও বের হয়। সোমবারও কোথাও কোথাও আবার কর্মসূচি নেওয়া হয়। আসানসোলের রানিগঞ্জে এই রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করেই ব্যাপক গোলমাল বাধে। একটি মিছিল স্পর্শকাতর এলাকায় ঢুকে পড়লে বাধার মুখে পড়ে। শুরু হয় সংঘর্ষ। চলে বোমাবাজি। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আক্রমণের মুখে পড়ে পুলিশ। এই ঘটনা নিয়ে গত কয়েক দিন ধরে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলের মধ্যে চাপানউতোর লেগেই রয়েছে। প্রথম থেকেই আসানসোলের ঘটনায় রাজ্য প্রশাসনের ব্যর্থতার কথা বলে আসছে। অন্যদিকে বিজেপির সেই অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূলের তরফে বলা হয়েছে, আসানসোলে শান্তি ফেরানোর লক্ষ্যে রাজ্য প্রশাসন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। যদিও রাজ্য সরকার ও তৃণমূলের সেই দাবিকে উড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হংসরাজ গঙ্গারাম আহির আসানসোলের ঘটনায় রাজ্য সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আসানসোলের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর নিরপেক্ষ হওয়া উচিত ছিল।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'উনি যে যে মন্ত্রী সেটাই জানি না। ওনার নাম কেউ জানে না। এরা বলতে হয় তাই বলছে। যা দিল্লিতে শিখিয়ে দেওয়া হয় এরা তাই বলেন।' এর আগে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী আসানসোলে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁকে যেতে দেওয়া হয়নি। বিজেপির প্রতিনিধি দলকে সেখানে যেতে দেওয়া হবে কি না, সেটা অবশ্য সময়ই বলবে।

ক্যাম্প করে ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ার ভাবনা পুরসভার

স্টাফ রিপোর্টার : যারা ব্যাবসা করছেন অর্থাৎ ব্যবসায়ী ,তাদের প্রত্যেকরই ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে। পুরসভার নিয়ম এমনটাই। কিন্তু অনেকেরই এই ট্রেড লাইসেন্স নেই। সেরকম কিছু ব্যবসায়ীদের ক্যাম্প করে করে ট্রেড লাইসেন্স দেবে কলকাতা পুরসভা। সেখানে সব রকম ব্যবস্থা থাকবে। হাতে হাতেই পাবে লাইসেন্স নম্বর। পাশাপাশি, ফুড লাইসেন্স পেতে হলে ট্রেড লাইসেন্স থাকা আবশ্যিক। যারা মাছ, মাংস অথবা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করেন তাদের ফুড লাইসেন্স পেতে হলে আগে ট্রেড লাইসেন্স করাতে হবে। যাদের ফুড লাইসেন্স ছিল না এরকম অনেক ব্যবসায়ীর কাছে পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা পৌঁছে গিয়ে ক্যাম্প করে তাদের লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছেন। তাই স্বাস্থ্য দফতর লাইসেন্স বিভাগকে বলেছে যাতে তারাও এইরকম ক্যাম্প করে। এই নিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদের সঙ্গে লাইসেন্স বিভাগের চিফ ম্যানেজারের একটি বৈঠক হয় কয়েকদিন আগে। স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ জানান, এখন ব্যবসায়ীদের মধ্যেও উৎসাহ দেখা দিয়েছে। কারণ তারাও নিরাপদে ব্যবসা করতে চান। ' তিনি আরও জানান, ইদানিং হ্যান্ড ক্যাশে লেনদেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে গেলে আয়ের উৎস দেখাতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স গুরুত্বপূর্ণ।' অন্যদিকে, ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্ক রয়েছে সবার মনেই।

তবে যাতে মানুষ আগে থেকেই সচেতন হয় তা নিয়ে সরব কলকাতা পুরসভা। চলতি বছরের শুরু থেকেই ডেঙ্গু সচেতনতা প্রচার চালাচ্ছেন মেয়র সহ অন্যান্যরা। তবে এবার সেলিব্রিটিদেরও সহযোগিতা চাইছে পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর। এই বিষয় নিয়ে মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ জানিয়েছিলেন,' আমরা একটা টিজার বানাব। যেখানে ডেঙ্গু সচেতনতার বার্তা থাকবে। এবার সেই টিজার যদি সেলিব্রিটিরা সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করেন তাতে বহু মানুষের কাছে তা পৌঁছবে। কারণ তাঁদের যে পরিমাণ ফলোয়ার থাকে। এই উদ্দেশেই এমন ভাবনা'। গতবার ডেঙ্গুর কবলে পড়তে হয়েছে বহু মানুষকে। সেই কথা মাথায় রেখেই ডেঙ্গু সচেতনা করতে মাঠে নেমে পড়েছে পুরসভা।

মধ্য কলকাতার একটি চার্চে গুড ফ্রাইডের বিশেষ প্রার্থনা। *-অরিজিৎ গাঙ্গুলী*

প্রতাপ সাহার খোঁজে তল্লাশি অভিযান পুলিশের

স্টাফ রিপোর্টার : আলিপুরের গোপালনগর এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত প্রতাপ সাহার খোঁজে জোর কদমে চলছে তল্লাশি অভিযান। কলকাতা সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় ইতিমধ্যেই তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে বুধবার রাতে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। তাতে আহত হয় ২৫ জনেরও বেশি। এলাকার দুই নেতা বিপ্লব মিত্র ও প্রতাপ সাহার অনুগামীদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘিরে এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। প্রতাপ সাহা তার লোকজন নিয়ে ওইদিন রাতে আলিপুরের গোপালনগর রোডে জড়ো হয়। তারপরেই অশান্তি শুরু হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকা দখল নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী সংঘর্ষে জড়ায়। একে অপরকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অনেক গাড়িতেও ভাঙচুর চালায়। পার্টি অফিসেও ভাঙচুর চালানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। তারপরেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বুধবার রাতের ওই ঘটনাতেই প্রতাপ সাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। তারপর থেকেই খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। সূত্রের খবর, প্রতাপ সাহাকে পাকড়াও করতে গার্ডেনরিচেও হানা দেয় পুলিশ। কিন্তু পুলিশ সেখানে পৌঁছনোর আগেই চম্পট দেয় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা। মোবাইল ফোনের সূত্র ধরেই পুলিশ জানতে পারে যে, সে গার্ডেনরিচে রয়েছে। এরপর বর্ধমানেও তার খোঁজ চালানো হয় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের জেরা করে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে প্রতাপ সাহা কোথায় গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে।

চুক্তিভিত্তিক পুর-শিক্ষক নিয়োগপত্র পাঠাতে শুরু করেছে পুরসভা

স্টাফ রিপোর্টার : পুরস্কুলগুলিতে ১০০ চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে ১২৫ জনকে বাছাই করা হয়েছে। যার মধ্যে প্রথম ১০০ জন ২৭ মার্চ নিয়োগপত্র পাঠানো হয়েছে। পরের দিন অর্থাৎ ২৮ মার্চ ওই ১০০ জনের নামের তালিকা পুরসভার ওয়েবসাইটেও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছেন মেয়র পারিষদ (শিক্ষা) অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়।

অভিজিৎবাবু বলেন, 'যেহেতু পোস্টের মাধ্যেমে পাঠানো হচ্ছে তাই ১ এপ্রিলের মধ্যে পৌঁছে যাবে নিয়োগপত্র। তিনি আরও জানান, 'ওয়েবসাইটে নাম আছে তবুও নিয়োগপত্র পাননি এমন কেউ থাকলে তাকে পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবনে এসে শিক্ষা বিভাগের চিফ ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে হবে'। প্রথম ১০০ জনের মধ্যে কেউ কাজে যোগদান না করলে রিজার্ভে থাকা ২৫ জনের মধ্যে থেকে নিয়োগ করা হবে।'

খুব তাড়াতাড়ি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে বলেও জানান অভিজিৎবাবু। অন্যদিকে, পুরসভার স্কুলগুলিতে খুব শীঘ্রই কম্পিউটার প্রশিক্ষণ চালু করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। প্রতিটি স্কুলেই শুরু হবে কম্পিউটারচালিত পড়াশুনা। এমনটাই জানান শিক্ষা বিভাগের মেয়র পারিষদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন, 'এর জন্য ইতিমধ্যে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। যুগ্ম পুরকমিশনারকে এই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে।

এই কমিটিতে শিক্ষা বিভাগের চিফ ম্যানেজার পরমেশ্বর সাউ সহ অন্যান্য আধিকারিক ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের আধিকারিকরা রয়েছেন।' কী সিলেবাস হবে সেই ব্যাপারে ওই কমিটি একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করছে। এমনটাও জানিয়েছেন অভিজিৎবাবু। তিনি আরও বলেন, 'ওই বেসরকারি সংস্থা সিলেবাসের একটি রূপরেখাও ইতিমধ্যে পেশ করেছে কমিটির কাছে। যত দ্রুত সম্ভব বাংলা, হিন্দি, ইংরাজি, উর্দু, উড়িয়া ভাষায় সিলেবাস প্রস্তুত করে পুরসভার স্কুলতে কম্পিউটার আনার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে'।

পাশাপাশি, শহরে আরও বেশ কয়েকটি স্কুল তৈরি করবে পুরসভা। বাংলা ও ইংরাজি মাধ্যম মিশিয়ে স্কুল তৈরি করা হবে বলে জানান মেয়র পারিষদ (শিক্ষা) অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। তিনি আরও জানান,'৪টি ওয়ার্ডে স্কুল তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।' কলকাতা পুরসভার স্কুলগুলিতে পড়ুয়া টানতে এরকম পদক্ষেপ পুরসভার।

আগামী অর্থবর্ষে অর্থাৎ ২০১৮-২০১৯ শিক্ষা বিভাগে ৪০.৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।এদিকে, কলকাতা পুরসভার স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মিড ডে মিলের জোগান দেওয়ার সুবিধার্থে বেহালার সরশুনার কাছে বাসুদেবপুরে নতুন একটি কমিউনিটি কিচেন চালু করা হচ্ছে।

এই বিষয় শিক্ষা বিভাগের মেয়র পারিষদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এতদিন উত্তর কলকাতার বাগবাজার এবং গার্ডেরিচের লালারমাঠে কমিউনিটি কিচেন থেকে পুরস্কুলগুলিতে মিড ডে মিলের খাবার সরবরাহ করা হত। তবে এই নতুন কমিউনিটি কিচেন চালু হলে দক্ষিণ কলকাতার স্কুলগুলোতে দ্রুত খাবার পৌঁছে যাবে'।

তিনি আরও বলেন, 'শহরের সবকটি স্কুলে কম সময়ে মিড ডে মিলের খাবার পৌঁছে দিতে আগামীদিনে আরও বেশি সংখ্যক কমিউনিটি কিচেন তৈরি করা হবে'। পাশাপাশি শহরে আরও কয়েকটি স্কুলও তৈরি করবে পুরসভা। এমনটাই জানান অভিজিৎবাবু।

মেডিক্যাল হাব হতে চলেছে নিউটাউনে

স্টাফ রিপোর্টার: নিউটাউনে আগামী দিনে গড়ে তোলা হবে মেডিক্যাল হাব। তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করা হয়েছে রাজ্যের পক্ষ থেকে। এমনটাই জানালেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব দেবাশিস সেন। শঙ্কর নেত্রালয়ের পক্ষ থেকে শনিবার সন্ধ্যায় নভোটেলে একটি বিতর্ক সভায় যোগ দান করেন তিনি। সেখানেই তিনি জানিয়ে দেন, নিউটাউনকে যেভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে তাতে আগামী দিনে এই জায়গায় গড়ে তোলা হবে মেডিক্যাল হাব। সেখানে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি হাসাপাতাল আসতে চলেছে। যেখানে নিউটাউনই উন্নত চিকিৎসার জন্য মূল জায়গা গড়ে দিতে পারবে। এদিকে এদিনের ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে রাজ্যের বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, বাংলার বহু মানুষের কাছে অর্থাভাব থাকার কারণে তারা চোখের চিকিৎসা করাতে পারে না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে শঙ্কর নেত্রালয় গ্রামে গিয়ে যেভাবে মানুষের চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে তাতে বাংলার মানুষেরই উপকার হচ্ছে।

৪৮ ঘণ্টায় বৃষ্টির পূর্বাভাস শহরে

স্টাফ রিপোর্টার: চড়া রোদ, দিনের বেলা গরমে অস্বস্তি। আর তার মধ্যেই স্বস্তির খবর আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে। আরও জানা গেছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বজ্রবিদুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতিবার প্যাচ প্যাচে গরমে ভুগছে শহরবাসী। সেই গরম থেকে মুক্তির পূর্বাভাস। এমনকি মাসের শুরুতেও বৃষ্টি হতে পারে বলে জানা গেছে হাওয়া অফিস সূত্রে। ওড়িশার উপর তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবত। যার জেরে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে। শুক্রবার থেকেই কলকাতার আকাশ মেঘলা ছিল। এদিকে উত্তরবঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে মানুষ। যত গ্রীস্ম এগিয়ে আসছে ততই উষ্ণতার পারদ বাড়ছে। তবে এর মধ্যেই আশা দেখাল হাওয়া অফিস। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতাতে। সক্রিয় নিম্নচাপ অক্ষরেখা। রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। এই দুয়ের প্রভাবে কলকাতা সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সেই সঙ্গে থাকবে দমকা বাতাসও। হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন ঝাড়খন্ডে উপর রয়েছে ঘূর্নাবর্ত। উত্তর বিহার থেকে অসম হয়ে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নচাপ। এই দুয়ের প্রভাবে দক্ষিণের জেলাগুলিতে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে।